Vol. 44 | No. 3 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আহমদ শরীফ : দ্রোহী নিঃসঙ্গ ও দূরবর্তী

Volume	44
Issue	3
Year	2001
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Hakim Arif
Published online	June 1, 2002
DOI	10.62328/sp.v44i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v44i3.5
Pages	39-45
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আহমদ শরীফ : দ্রোহী নিঃসঙ্গ ও দূরবর্তী

হাকিম আরিফ*

গভীর দার্শনিক অভিজ্ঞানসমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের প্রবাদসদৃশ গীত-চরণটি হচ্ছে—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'। সমস্যাসংকুল ও পর্বতসমান প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ এই পৃথিবীতে একলা চলা প্রকৃতই দুরূহ। এই উক্তির মধ্য দিয়ে সামাজিক মানুষের মৌল প্রবণতাকে আপাতদৃষ্টে যেমন অস্বীকার করা হয়েছে, তেমনি তার সম্প্রীতি ও বন্ধনের চিরায়ত বৈশিষ্ট্যকে করা হয়েছে অবজ্ঞা। কিন্তু এর নিহিতার্থ মানবীয় শ্রেষ্ঠত্বের নতুন মহিমাকে করেছে উন্মোচিত। কল্যাণমুখী ও ইতিবাচক আদর্শ এবং সত্যে অবিচল মানুষ জীবনের পথে সঠিক অনুসারী লাভে ব্যর্থ হলেও সত্য ও আদর্শের আলোকে একাকীই পথ-পরিক্রমায় স্থিতধী থাকতে পারেন। পাশাপাশি, জীবনপথের দুঃসাহসী যাত্রায় তিনিই একাকী অভিযাত্রী হতে পারেন, যিনি সাহসী, অবিচল ও বিঘ্নে নিজেকে প্রতিরোধে সক্ষম হন। বনে হরিণশাবক একাকী বিচরণে অক্ষম, কেননা সে দুর্বল ও শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষায় অসমর্থ। অন্যদিকে ব্যাঘ্র বা সিংহশাবক একাকীই বিচরণে সমর্থ, কারণ সে শক্তিমান ও সাহসী। এতদ্ব্যতীত জগতে তিনিই, আদর্শের অদ্বিতীয় অভিযাত্রী, যিনি নেতৃত্বদানসহ সকলকে একাকীই অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত করতে পারেন। দ্রোহী পণ্ডিত ও প্রাজ্ঞ মনীষী আহমদ শরীফ স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে একাকী আদর্শিক অভিযাত্রার মাধ্যমে নির্মাণ করেছেন যুক্তিমনস্ক স্বতন্ত্রবীক্ষা ও সৌধমালা।

আহমদ শরীফের একাকী অভিগমনের আদর্শিক এই সৌধমালা সমুদ্রের বেলাভূমিতে বালুকা সহযোগে তৈরি দুর্বল অবয়ব নয়, বরং ইট-সুড়কির সুমিত সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠিত এক সুদৃঢ় ভিত্তি। আর তাঁর এই সুস্থিত আদর্শিক সৌধমালা বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় আলো ও উত্তাপ প্রদান করেছে বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূগোল, এর পাত্রপাত্রীদের সংগ্রামী ও অবিচল মনোভাব এবং রচয়িতা ও সাহিত্যিকদের প্রাতিস্বিক ও স্বাতন্ত্র্যবাদী জীবনবৈশিষ্ট্য। কর্ম ও কর্মসূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা সহকারী ও পরবর্তীকালে এই বিভাগেরই শিক্ষক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের সুবিশাল সৃজনশীল ভুবনকে তীক্ষ্ণ ও পর্যবেক্ষণিক দৃষ্টিতে অবলোকন, গ্রহণ ও আত্মস্থ করার যে নিবিড় সুযোগ লাভ করেছেন, তা-ই হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনে ইঙ্গিতবহ ও প্রেরণাসঞ্চারক। ফলে চর্যাপদের পাত্রপাত্রীদের হীন-দরিদ্র অবস্থার মধ্যেও জীবন উপভোগের অদম্য বাসনা, মঙ্গলকাব্যের চাঁদ

* লেকচারার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সওদাগর, কালকেতু প্রভৃতি চরিত্রের প্রতিকূল পরিবেশে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার পরাক্রমী সংগ্রাম ও নিজস্ব আদর্শে অবিচল থাকার প্রতিবাদী মনোভাব এবং মেঘনাদ, প্রমীলা প্রভৃতি চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁকে যেমন আলোকিত করেছে, তেমনি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, আলাওল ও ভারতচন্দ্রের চৌকষ, পাণ্ডিত্য এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের যৌক্তিক, ঋজু ও ধীরোদাত্ত জীবনবৈশিষ্ট্যও আহমদ শরীফের মানসগঠন ও সংহত আদর্শিক সৌধমালা নির্মাণে যুগিয়েছে প্রয়োজনীয় রসদ ও উপাদান। সর্বোপরি—

> মানবতাবাদী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারাকে পটভূমিতে রেখে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন ডারউইন, মার্কস ও ফ্রয়েডের চিন্তাধারাকে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঋজু ব্যক্তিত্বের প্রতি আজীবন তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবোধ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিতে যুক্তিতে আর আবেগে তিনি হয়তো কিছুটা আবিষ্ট ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মর্তপ্রীতি তাঁর চিত্তে গভীরভাবে শিকড় গেড়ে ছিল।[১]

ফলে জীবনসংগ্রামের কাঁটাশ্রিত পথেও নিঃসঙ্গ ও দীর্ঘ পরিভ্রমণ এবং তাতে অবিচল থাকার সুদৃঢ় মনোবৃত্তি যেহেতু ব্যক্তি আহমদ শরীফের বাইরে থেকে আরোপিত নয়, রবং সুদীর্ঘ জীবন-যাপনের মধ্য দিয়ে তা হয়ে ওঠার ব্যাপার, তাই তিনি তা থেকে কখনও বিচ্যুত তো হননি, উপরন্তু তাতে লৌহকঠিন দৃঢ়তায় আজীবন থেকেছেন দৃঢ় ও আস্থাশীল; যদিও তাঁর এই জীবনসংগ্রামে প্রকৃত অনুসারীর সংখ্যা নেই বললেই চলে।

স্বকীয় আদর্শনির্দেশিত জীবনের অভিযাত্রায় আহমদ শরীফের অনুগমনকারী সংখ্যাল্প। কেননা তাঁর জীবনবিশ্বাস সত্যের মতোই কঠিন, মৌলিক মানবিক গুণসম্পন্ন এবং স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত। অদৃষ্টবাদীদের মতো সমর্পণে তার আনন্দ নেই, তাঁর বিবেচনায় এতে কোন তাৎপর্য নেই। ভাগ্যবাদীরা স্বীয় দুঃখ, ব্যর্থতা, লজ্জা, পাপ ও অপমানের ভার অন্যের নিকট সমর্পণ করে যে স্বর্গীয় আনন্দ লাভ করে তাতে মানবশ্রেষ্ঠত্বের কোন মহিমা লুকিয়ে নেই। ফলে আহমদ শরীফ জীবন পরিক্রমায় স্বয়ংনিয়ন্ত্রিত ও শাসিত। তাই তিনি নিজস্ব দুঃখ, লাঞ্ছনা ও পাপকে অন্যের নিকট অর্পণ করেন না, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে পরমাতীত সুখ লাভ করেন না। বরং নিজস্ব পাপ-তাপ, ট্রাজেডি ও যন্ত্রণা–উদ্ভূত অগ্নিতে পুড়ে পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো পুনরায় জন্মগ্রহণ করে আবার অগ্নিদগ্ধ হওয়ার যে সুখ, তা তাঁর বিবেচনায় অদৃষ্টবাদীদের কাছে অজ্ঞাত ও অগম্য। সর্বোপরি মানবশ্রেষ্ঠত্বের সকল গৌরব এতেই নিহিত। উপরিউক্ত জীবনাদর্শে স্থিতধী আহমদ শরীফের অনুসারী তাই এই অদৃষ্টবাদী সমাজে যৌক্তিক কারণেই নগণ্য। ধর্মশাসিত ও শ্রেণীবিভাজিত এই পৃথিবীতে আহমদ শরীফ পরম মানবতাবাদী। তাঁর উপলব্ধিতে সামন্তবাদ বা ধনবাদ নয়, এমনকি ব্যক্তি স্বাধীনতা বিরহিত সর্বহারার একনায়কতন্ত্রও নয়; বরং পৃথিবীতে বিকাশ লাভ করবে এমন এক সমাজ যেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বাকস্বাধীনতাসমৃদ্ধ মানবতাবাদই হয়ে উঠবে আরাধ্য এবং মানুষ হয়ে উঠবে পরিপূর্ণ মানুষ। ফলে সংগত কারণেই আহমদ শরীফ কার্ল মার্কসের তুলনায় রবীন্দ্রনাথকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে

করেন।[২] কিন্তু বহুধাবিভক্ত ও মানবতার লাঞ্ছনাদগ্ধ এবং সর্বোপরি যুদ্ধবাজ এ বিশ্বে সুবর্ণ মানবের অভাবে তিনি হয়ে ওঠেন নিঃসঙ্গ এবং পরিণতিতে দ্রোহী।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আহমদ শরীফ সবচেয়ে দ্রোহী ও প্রতিবাদী। বিদ্রোহ তাঁর জীবন-চেতনা ও জীবন-যাপনেরই অংশ। আর এই বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ জ্ঞাপনে তিনি সরব, প্রত্যক্ষ ও খোলামেলা—যা তাঁর নিজস্ব স্বভাববৈশিষ্ট্যেরই দ্যোতক। তিনি যেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র চাঁদ সওদাগরের উত্তরাধিকারকেই বহন করেছেন—যিনি দুর্বল মানবের প্রতিনিধি হয়েও পরাক্রমী দেবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং স্বীয় অস্তিত্ব বিপন্ন করেও পৃথিবীতে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাকে রেখেছেন অক্ষুণ্ন। বিশ শতকে আহমদ শরীফও যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে চেতনায় ধারণ করে পশ্চাৎপদ অদৃষ্টবাদ তথা মৌলবাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা, সাংগঠনিক তৎপরতা ও লেখনীর মাধ্যমে বিদ্রোহ ও প্রতিবাদ করে মানুষকেই পৃথিবীর সকল কর্মকাণ্ডের নিয়ামক ভেবেছেন। অদৃষ্টবাদের প্রতিপক্ষে প্রগতি ও যুক্তিনির্ভর এই অসমাপ্ত যুদ্ধেও তিনি ছিলেন সহযাত্রীহীন অনিঃশেষ প্রমিথিউস। এতদ্ব্যতীত দ্রোহ ও প্রতিবাদের অন্যতর মাত্রাও আহমদ শরীফের মানসচরিত্রে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। আহমদ শরীফ প্রতিবাদ করেছেন প্রচল ও স্থবির বাঙালি সমাজ জীবনের বিরুদ্ধে, অপবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিপক্ষে এবং স্বৈরাচার, সামরিকতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ ও শ্রেণীবৈষম্যের প্রতিপক্ষে। প্রখর যুক্তিবাদী হয়েও অতি সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ মানুষ হওয়ার কারণে তাঁর প্রতিবাদের ভাষা এত শানিত এবং প্রতিক্রিয়া এত তীব্র যে কোন কোন সমালোচক এতে 'অতিমাত্রিকতা' বা 'আবেগের' গন্ধ খুঁজে পান—

> আহমদ শরীফের এই জেহাদে অতিমাত্রিকতা আছে। ... কোনও কোনও মহল তাই তাঁকে 'আবেগ-তাড়িত', উৎসাহ-উদ্দীপনা দ্বারা অনুপ্রাণিত কিংবা ব্যবহৃত ইত্যাকার অভিধায় ভূষিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।[৩]

আহমদ শরীফ সম্পর্কে উপরি-উক্ত অভিযোগের কিঞ্চিৎ সত্যতা থাকলেও দেশ ও সমাজব্যবস্থার সামগ্রিক অনৈতিকতা ও অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর আবেগ ও অনুভূতি এত বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম যে, তা উপক্ষেণীয় এবং অগণ্য। সর্বোপরি, মানুষের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যেই তাঁর প্রতিবাদ ও দ্রোহ চেতনা সৃষ্ট ও শিকড়ায়িত। আর তাঁর এই শিকড়ায়িত দ্রোহভাবনার আরেকটি পল্লবিত রূপ হচ্ছে প্রচল নিয়ম ও সমাজব্যবস্থাকে অস্বীকার করে নতুন সৃষ্টির স্পর্ধিত সাহস।

আমৃত্যু শিক্ষাব্রতী ও প্রখর বিদ্যাজীবী আহমদ শরীফ বিদ্যায়তনিক অভিজ্ঞানকে স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্যে চেতনায় ধারণ করেছেন বলেই বিদ্যাপীঠের প্রচল বিদ্যাবহ, সারস্বতচিন্তা এবং সমাজের অস্তিমান যাবতীয় কানুন ও আচার তথা সামাজিক বিদ্যমানতাকে অস্বীকার করে গড়ে তুলেছেন

পরিবর্তনধর্মী ও রূপান্তরমূলক এক 'না-বিদ্যমান' ধারণা। অর্থাৎ সকল চলতি পদ্ধতি ও প্রথাকেই তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এবং ব্যক্ত করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে সাহসী উচ্চারণ 'মানি না' অভিধাটি। বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক অধ্যাপক, প্রাচ্যবিদ্যাচিন্তার নতুন বিশ্লেষক এবং যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী প্যালেস্টাইনের নিপীড়িত জনতার প্রতিবাদী প্রতিভূ এডওয়ার্ড সাইদও সমাজে শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীর স্পষ্টভাষিতার প্রয়োজনীয়তা এবং 'ঘুণেধরা প্রচলিত'কে অস্বীকার ও না মানার প্রত্যয় ঘোষণা করেছেন। সাইদের মতে, "শিক্ষাব্রতী তথা বিদ্যাজীবীকে স্পষ্টভাবে বলতে হবে : মানি না। এবং সে কথা বলতে হবে স্পষ্ট ভাষায়, নিজের অবস্থান কোথায় সেটা নিঃসঙ্কোচে জানিয়ে দিতে হবে সর্বসমক্ষে।"[৪] সাইদের ভাষায়—

> That something is a sense of critical awareness, a sense of skepticism, that you don't take what's given to you uncritically. You try to give them the material not with the sense that it's unquestioned and somehow authoritative... .[৫]

আহমদ শরীফ তাঁর সমগ্র জীবনাচরণে ও গবেষণাকর্মে এই 'critical awareness' বা সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধকে যেমন প্রয়োগ করেছেন তেমনি নতুন জ্ঞান অন্বেষণের ক্ষেত্রেও তাঁর স্বভাবজ সংশয়বাদিতাকে কাজে লাগিয়ে অন্বেষিত জ্ঞানের পরিপূর্ণতা সাধন করেছেন। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রদানের সময়েও তিনি শিক্ষার্থীচিত্তে উন্মোচন করেছেন অসীম সংশয়—যা প্রকারান্তরে তাদের অধীত বিদ্যাচর্চাকে গভীরতা দান করেছে। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক আহমদ শরীফের 'না-বিদ্যমান' ধারণা বা প্রচলকে অস্বীকারের দুরন্ত সাহস তাঁর ব্যক্তিজীবন ও বৌদ্ধিকজগৎকে ক্রম-রূপান্তরে সহায়তা করেছে। মূলত পরিপার্শ্ব সম্পর্কে ব্যক্তির অর্জিত অভিজ্ঞতা ও তাঁর অধীত জ্ঞানের সমন্বয়ে নিজেকে অতিক্রমের যে নিরন্তর প্রচেষ্টা তা-ই তার ক্রমরূপান্তর। আহমদ শরীফের ব্যক্তিসত্তা ও সারস্বতভাবনার এই ক্রমরূপান্তরের তিনটি মাত্রা আমরা প্রত্যক্ষ করি। প্রথমত, অদম্য প্রচেষ্টা, গভীর নিষ্ঠা এবং মধ্যযুগের সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর ঈর্ষণীয় মেধা সমন্বিত পাণ্ডিত্যের কারণেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের 'গবেষণা সহকারী' থেকে পরবর্তীকালে উক্ত বিভাগের শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা লাভ করেছিলেন। পাশাপাশি, মধ্যযুগের সাহিত্য সামলোচক ও বিশ্লেষক হিসেবেই তিনি তার পাণ্ডিত্যকে সীমাবদ্ধ করেননি, বরং গভীর অভিনিবেশ ও প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গিসমৃদ্ধ অধ্যয়নের সার্থকতায় আধুনিক সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতিসমূহ করায়ত্ত করে আহমদ শরীফ বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যতাত্ত্বিকদের অন্যতম হয়ে ওঠেন। তার *একালে নজরুল* (১৯৯০), *রবীন্দ্র-ভাবনা* (২০০১) প্রভৃতি গ্রন্থ উপরি-উক্ত ধারণারই প্রত্যক্ষ প্রমাণবহ। দ্বিতীয়ত, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আহমদ শরীফই একমাত্র বস্তুনিষ্ঠ ও স্বতন্ত্র পথের সন্ধানী। পূর্ববর্তী সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে প্রতিফলিত সাহিত্যের ইতিহাসকারদের খণ্ডিত ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রাহ্য ও

অস্বীকার করে তিনি *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* (১৯৭৮) গ্রন্থসহ বিভিন্ন রচনায় সাহিত্যের নতুন ইতিহাস নির্মাণ করেন এবং মধ্যযুগের সৃজনশীল সাহিত্যরচনায় মুসলমানদের অবদানকে স্বীকার ও প্রতিষ্ঠিত করেন। বিভিন্ন সমালোচকের মন্তব্যেও উপর্যুক্ত বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়—

> এক. .. আমি মনে করি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের গবেষক হিসেবে তিনি যে যোগ্য পরিচয় দিয়েছেন, তার সঙ্গে তুলনা করার মতো মানুষ দুই বাংলার গবেষক সমাজে অধিক খুঁজে পাওয়া যাবে না। ... এ মানুষটি নেহাত সত্য উৎঘাটনের তাগিদে মধ্যযুগের সাহিত্য সংস্কৃতিতে মুসলিম সাহিত্য সাধকরা যে বিশাল ও বিপুল অবদান রেখে গিয়েছেন, সেই জিনিসটি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন।[৬]
>
> দুই. বাংলা বিভাগে কর্মজীবনের প্রথম এক যুগ তাঁর অতিক্রান্ত হয়েছিল মধ্যযুগে রচিত গুরুত্বপূর্ণ পুথি সম্পাদনা ও প্রকাশনায়, যার ফলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বেশ কিছু শূন্যস্থান পূরণ হয়েছিল। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের আরব্ধ কার্য শেষ করে তিনি এক জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনা করেছিলেন, অন্যথায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস একপেশে ও অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।[৭]
>
> তিন. ধম্যযুগের সাহিত্যকর্মকে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উন্মোচন করেছেন আধুনিক পাঠকদের কাছে। মধ্যযুগের সাহিত্যকে তার মত করে আর কেউ এত গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি।[৮]
>
> চার. বলতে দ্বিধা নেই, আহমদ শরীফের *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের সত্যিকারের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ।[৯]

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পূর্ণতাবিধানকারী এই ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে আহমদ শরীফ হয়ে ওঠেন বস্তুনিষ্ঠ, বিশ্লেষণপ্রবণ, তথ্যানুসন্ধানী, পুথিপত্রের অভিনিবেশী পাঠক, পরিশ্রমী, গভীর প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সাহিত্যের পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতির মৌলিক ও যৌক্তিক ব্যাখ্যাকারী। তাঁর নিজের ভাষায়—

> এক. গত চৌত্রিশ বছর ধরে শিক্ষকতা করি। সাহিত্যের ইতিহাস পড়াচ্ছি প্রায় সাতাশ বছর ধরে। এক্ষেত্রে আমার সঞ্চিত জ্ঞান, উপলব্ধ তত্ত্ব, লব্ধ প্রজ্ঞা, অর্জিত বোধি এবং তজ্জাত প্রত্যয়গুলো লিপিবদ্ধ করার বাসনাবশে এ গ্রন্থের সূত্রপাত।[১০]
>
> দুই. ... সাহিত্য মাত্রই শাস্ত্র-সমাজ, লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার এবং দেশ-কাল প্রতিবেশ প্রভাবিত। এই জন্যে কোন ব্যক্তির বা গোত্রের বা জাতির সাহিত্য বিচারে তার দৈশিক, কালিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শাস্ত্রিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রয়োজন। নইলে কাণ্ডজ্ঞানপ্রসূত খণ্ডদৃষ্টির বিভ্রান্তিমুক্ত থাকে না কোন সিদ্ধান্ত।[১১]

সর্বোপরি, মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাসের সার্বিকতা অনুসন্ধানে আহমদ শরীফের *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য* আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। তৃতীয়ত, আহমদ শরীফ শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বাংলা বিভাগে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাদানের পাশাপাশি জাতির সাংস্কৃতিক মান ও রুচির উন্নয়নের জন্য বৃহৎ ভূমিকা পালনের অংশ হিসেবে অনানুষ্ঠানিকভাবেও শিক্ষাদান করেছিলেন—যাতে প্রত্যেক সন্ধ্যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষার্থীসহ বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা সকলেই অংশগ্রহণ করত। এভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রচল প্রথাকে না মেনে তথা অস্বীকার করে স্বীয় মননের ক্রম-রূপান্তরিত তথা প্রাগ্রসর ভাবনার স্বাক্ষর প্রযুক্ত করেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও জ্ঞান চর্চা ও জ্ঞান বিতরণের যৌক্তিক কারণে আহমদ শরীফ দেশের বৌদ্ধিক মহলে আপাতদৃষ্টে একটি আন্তঃসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেও মানসিকভাবে তিনি ছিলেন নির্বাসিত ও নির্জন।

আহমদ শরীফ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ চিন্তক ও বিদ্যাজীবীদের মতো রাজানুগ্রহ লাভ করেন নি। সরকার ও রাজদণ্ডের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রচণ্ড বিরোধ। কারণ সরকার ও এর প্রচারযন্ত্রের নির্বিচার সমর্থক ও পরিপোষক না হয়ে বরং তিনি এর অনৈতিক অগণতান্ত্রিকতা ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন সর্বদা তৎপর ও প্রতিবাদমুখর। তাই—

> এই আহমদ শরীফ বিদ্রোহী চার্বাকের মতোই দ্রোহী। সরকারের শত্রু বলে ঘোষিত-চিহ্নিত আহমদ শরীফ তাই নির্দ্বিধায় অকুতোভয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন।[১২]

কেননা জনগণের সার্বিক মুক্তিকামনায় দায়বদ্ধ এবং জনগণের পক্ষাবলম্বনকারী আহমদ শরীফ স্বৈরাচারী সামরিকতন্ত্র বা ছদ্মগণতন্ত্রী সব ধরনের সরকারের সঙ্গেই নিরাপদ দূরত্ব তৈরি করেছেন; মানসিকভাবে নির্মাণ করেছেন বিস্তর বাধার দেয়াল এবং বিরোধ-চেতনা। পাশাপাশি, প্রতিবাদী মানসিক চেতনার অধিকারী ছিলেন বলে সরকারের কোন লোভনীয় উচ্চপদ তাকে নিজস্ব অবস্থান থেকে বিচলিত করেনি বা আয়েশী জীবনের হাতছানি তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। এতদ্ব্যতীত সরকারের ছত্রছায়ায় অবস্থান না করে বা সরকারের কণ্ঠস্বরে পরিণত না হয়ে সরকারি স্তাবক বুদ্ধিজীবী—যারা আজ জাতির সারস্বতমণ্ডলে মূলস্রোত হিসেবে বিবেচিত, তাঁদের সঙ্গে তৈরি করেছেন নিশ্চিত দূরত্ব এবং অবস্থান করেছেন বুদ্ধিবৃত্তির প্রান্তিকতায়। এভাবে আহমদ শরীফ সরকার বা সরকার নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিজীবীদের প্রতিপক্ষে অবস্থান করে তৈরি করেছেন মানসিক নির্বাসন বা নির্জনতা—যা তাঁকে পরিণতিতে সরকারের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ও প্রতিবাদী হতে সহায়তা করেছে এবং সার্বিকভাবে তাঁর বুদ্ধিজীবী সত্তার মৌলিকতাকে রেখেছে অক্ষুণ্ন ও অকৃত্রিম। তাই—

> সমাজে যাঁরা ক্ষমতার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত, তাদের সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। তা না হলে বিদ্যাজীবীর চিন্তার স্বাধীনতা বিপন্ন হবে।[১৩]

এডওয়ার্ড সাইদ বিশ্বের নির্বাসিত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তাঁর বিবেচনায় 'নির্বাসিত অবস্থান' মানুষের ব্যক্তিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই, স্থিরতা, নিশ্চিত বা সন্তুষ্টিবিধায়ক নয়। তাঁর ভাষায়— `Exile is never the state of being satisfied, placid or secure।'[১৪] তবে নির্বাসনের এই যন্ত্রণা, ক্ষোভ, অনিশ্চয়তা ও অসন্তুষ্টিই তাঁর মেধা ও সৃষ্টিশীলতাকে সর্বদা রেখেছে মুখর ও তৎপর। আহমদ শরীফও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে এক ধরনের

মানসিক নির্বাসন ও নির্জনতা তৈরি করে এবং রাষ্ট্রের কলতান মুখর স্তাবক বুদ্ধিজীবীদের মূলস্রোতের বিপরীতে প্রান্তিকতায় অবস্থান করে স্বীয় পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও সৃষ্টিশীলতাকে অত্যুচ্চে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন এবং নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন তাঁর অনুভূতি, আবেগ, ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া।

সর্বোপরি, পণ্ডিত আহমদ শরীফ স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলের অন্যতম নির্মাতা ও স্থপতি। তিনি রাষ্ট্রতন্ত্র থেকে মানসিকভাবে নির্বাসিত, একা ও নিঃসঙ্গ থেকেও বাঙালির চিন্তালোকের নিস্তরঙ্গ ও আবদ্ধ পুকুরে নতুন স্পন্দন ও তরঙ্গ জাগিয়েছেন—যা এখনও কম্পমান এবং আলোড়িত করেছে অসংখ্য তাজা, তরুণ প্রাণকে। আর তাঁর অপরিমেয় দ্রোহ ও প্রতিবাদী চেতনা আগামীর তরুণের জন্য হয়ে আছে সাহসের বাতিঘর।

তথ্যনির্দেশ

১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, 'অধ্যাপক আহমদ শরীফ : তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রভাব', *দ্রোহের স্মারক* (অধ্যাপক আহমদ শরীফ-এর ৮০তম জন্ম-উৎসব), মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত, স্বদেশ চিন্তা সংঘ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১০

২. হুমায়ুন আজাদকৃত এক সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক আহমদ শরীফ এই মন্তব্য করেছেন। দেখুন—'আহমদ শরীফ : পণ্ডিত ও বয়স্ক বিদ্রোহী', সাক্ষাৎকার গ্রহণ : হুমায়ুন আজাদ, *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ,* (মুস্তাফা মজিদ ও আফজালুল বাসার সম্পাদিত), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩০৯

৩. প্রথমা রায়মণ্ডল, 'আহমদ শরীফ : জেনারেলের বিরুদ্ধে দ্রোহ', *আবর্ত,* বিশেষ বাংলাদেশ সংখ্যা, (অর্ধেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদিত), কলকাতা, বইমেলা, ১৯৯৬, পৃ ৭০

৪. অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, 'একটু দূরে থাকুন, একটু নির্জনে' পাক্ষিক *দেশ* (অভীক সরকার সম্পাদিত), কলকাতা, বইমেলা ২০০২, পৃ. ৯৬

৫. Edward W. Said, *Reflections on Exile,* Penguin Books. New Delhi, 2001, p. 502

৬. আহমদ ছফা, 'ড. আহমদ শরীফের সর্বশেষ জন্মদিন', *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি* (আফজালুল বাসার সম্পাদিত), অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯১

৭. রফিকুল ইসলাম, 'আহমদ শরীফ', *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

৮. কল্পনা ভৌমিক, 'অধ্যাপক আহমদ শরীফ : স্মৃতি তর্পণ', *আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০

৯. আহমদ কবীর, 'আহমদ শরীফ : জীবন কথা', *আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

১০. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৭৮, পুনর্মুদ্রণ,এপ্রিল-২০০০, ভূমিকাংশ

১১. আহমদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১

১২. প্রথমা রায়মণ্ডল, 'আহমদ শরীফ : জেনারেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ', *আবর্ত,* পূর্বোক্ত, পৃ.৭১

১৩. অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় 'একটু দূরে থাকুন, একটু নির্জনে', পাক্ষিক *দেশ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

১৪. Edward W. Said, *Reflections on Exile,* Ibid, p. 186